আহবনীয়

বনফুল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দশ আনা

শ্রীমান অসীম মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

ভাগলপুর
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫০

নিপীড়িত মানবের সনাতন বিশ্বাসের গান
পুরাতন ছন্দে গাহিলাম,
স্বকীয়তা নাহি কিছু ;—নাহি মোর হেন অভিমান—
কর-জোড়ে শুধু চাহিলাম
প্রাণদ অভয়-মন্ত্র মৃত্যুঞ্জয় দেবতা-সমীপে,
অন্ধকারে আলো দেন যে দেবতা জীবন-প্রদীপে।

১

অয়ি শুদ্ধা, সুনির্ম্মলা, অয়ি দেবী কুন্দেন্দু-বরণী,
শঙ্খশুভ্র হংস তব চিরকাল মেলে আছে পাখা
অন্তরের অন্তরীক্ষে : দেবী তুমি তিমির-হরণী
জ্যোতির্ম্ময়ী চিরকাল মানবের মর্ম্ম-পটে আঁকা।

যুগে যুগে নব-মূর্ত্তি : সোম-রস এনেছ সন্ধানি
মোহিয়া গন্ধর্ব্ব-কুল, লভিয়াছ অন্তরের স্তুতি
হেরা ও মিনার্ভা রূপে, পুস্তকশ্রী তুমি বীণাপাণি,
ক্রুশকাষ্ঠে আপনারে হাসিমুখে দিয়েছ আহুতি।

এসেছে নূতন যুগ, নব-মূর্ত্তি লহ সরস্বতী,
নিবেছে আনন্দ-দীপ অন্ধকারে চলে হানাহানি—
পাপের প্রবল-হস্তে ভুঞ্জিতেছি নির্ব্বাক দুর্গতি,
রক্ত-শতদল 'পরে মূর্ত্ত হও মর্ম্মন্তুদ বাণী।

ভাষাহীন লাঞ্ছিতেরে ভাষা দাও, কর দুঃখ দূর,
বীণাতন্ত্রে রুদ্র ছন্দে ঝঙ্কারিয়া তোল নব সুর।

২

ক্ষমা কর, মুগ্ধ ছিনু ; শুনিতে পাই নি নব-সুর
এই তো নবীন যুগে কবিয়াছ নব-মূর্ত্তি দান
বিদলিত পদ্মবন—কাব্য-কুঞ্জে এসেছে কর্ব্বুর—
যে হস্তে বাজাতে বীণা সেই হস্তে তুলেছ কৃপাণ

পূর্ণিমা হয়েছে অমা, ইন্দ্রাণী হয়েছে ভিখারিণী
অন্ধকার নহে স্নিগ্ধ আবরিয়া রেখেছে তস্কর,
কৃষ্ণ-মেঘে বিসর্পিছে বজ্র-গর্ভা বিদ্যুৎ-নাগিনী
দৈত্য-রথ-চক্র-তলে নিষ্পিষ্টের ওঠে আর্ত্ত-স্বর।

রক্ত-মাংস-কর্দ্দমাক্ত শবাকীর্ণ গৃহস্থ-অঙ্গন
শিবা-সারমেয়-দল সঙ্ঘবদ্ধ পিশাচ প্রমথ
লোলুপ প্রলুব্ধ-কণ্ঠে তুলেছে কি প্রমত্ত গর্জ্জন
বিষ-দিগ্ধ লক্ষ শবে নব-রূপে এসেছে মন্মথ।

নারী নগ্না ভয়ঙ্করী—বিধর্ষিতা কলঙ্কিতা সতী
প্রলয়ের কালরাত্রে শ্মশানেতে নাচে ধূমাবতী।

৬

প্রলয়ের কালরাত্রে একি তব মূর্ত্তি বিভীষণা,
মেরুদণ্ড-শীর্ষে শোভে সুপিঙ্গল দীর্ঘ জটাভার,
কণ্ঠে শোভে মুণ্ডমালা, শিরে শোভে গরুড়ের পাখা,
হস্তে মহিষের শৃঙ্গ—দৈত্য-রক্তে করে টলমল।

কট কট কট শব্দে নর-অস্থি করিয়া চর্ব্বণ
প্রলয়-তাণ্ডবে মাতি প্রেতদলে ছাড়িছ হুঙ্কার,
কহ-কহ-কহ-কহ—উগ্রহাস্যে কাঁপিছে আকাশ.
ধ্বনিতেছে মহাশূন্যে ডমরুর ডিমি ডিমি ডিমি।

ঝম ঝম ঝম ঝম—মহোল্লাসে করিছ নর্ত্তন,
টণ্ট টণ্ট টণ্ট টণ্ট—উঠিতেছে উগ্র ঘণ্টানাদ,
স্ফেং স্ফেং স্ফেং রবে দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ
টক টক টক শব্দে অট্টহাস্য হাসিতেছ ভীমা।

ঘূর্ণিতলোচনা ক্ষিপ্তা তুলি তীব্র লহ-লহ-নাদ
উন্মাদিনী দিগ্বসনা ছুটিয়াছ তৃষার্ত্তা লোলুপা,
শিহরিছে ত্রিভুবন মট মট মট মট রবে—
রক্তাক্ত রসনা মেলি মুণ্ডমালা করিছ চর্ব্বণ

কর্ণে দোলে সূর্য্য চন্দ্র, বক্ষে দোলে নক্ষত্রনিকর,
নভশ্চুম্বী তুঙ্গজটা বজ্রবহ ক্রুদ্ধ-মেঘসম
স্কন্ধোপরি গর্জ্জিতেছে ধ্বজ-রূপী সর্প ভয়ঙ্কর,
হস্তে শূল, তাম্র-নেত্র, মদ্য ও রুধির মত্ত তুমি।

তৈলসিক্ত একবেণী, ধূমাবতী অয়ি ভয়ঙ্করী
লৌহের বেষ্টনী দিয়া সাজায়েছ চরণ-কমলে,
দীর্ঘ-অঙ্গ, ধ্বজ-বাহু, দিগম্বরী, ধূম্রবর্ণ-আভা
কৌতুকেতে গ্রাসিতেছ মুহূর্ত্তেকে নিখিল সংসার।

সংসারের অন্তকালে নরবসারক্তে প্রীত তুমি,
তুমি রিক্তা, তুমি ঋদ্ধি, তুমি শিবা, তুমিই কুমারী,
যোগমুদ্রা হে যোগিনী, মৃত্যুভয়-বিনাশিনী তুমি,
তোমারে প্রণাম করি ত্রিভুবন-জননী চণ্ডিকা। *

* তন্ত্র হইতে গৃহীত।

৪

তোমারে প্রণাম করি হে মৃত্যু-রূপিণী মহাকালী
তোমারে প্রণাম করি জীবনের নবীন আশ্বাসে ;
এ দুর্য্যোগ অবসানে, আশা আছে, জ্যোতির্বহ্নি জ্বালি'
যেই সূর্য্য দেখা দেবে অন্ধকার-লাঞ্ছিত আকাশে
তারই তুমি বার্ত্তাবহ ঃ আসিয়াছ ভীমা মূর্ত্তি ধরি'
গ্রাস কর নাশ কর ধ্বংস কর চূর্ণ কর সব,
ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত কর, ছিন্ন ভিন্ন কর ভয়ঙ্করী
খল খল অট্টহাস্যে ঝঞ্ঝামত্ত তোমার তাণ্ডব
সানন্দে সমাপ্ত কর। পরিচ্ছন্ন পবিত্র অঙ্গনে
যে নব জীবন-মন্ত্র উদ্ঘোষিত হবে একদিন
নবীন উদ্গাতা-কণ্ঠে, আজিকার তর্জ্জনে-গর্জ্জনে
শুনিতেছি তারই বাণী,—শান্ত দীপ্ত বাণী সে নবীন।

তুমি মৃত্যু—তুমি মুক্তি—জীবনের তুমি অগ্রদূত
বলিষ্ঠ উদার শুভ্র যে জীবন নির্ম্মল নিখুঁত।

৫

কে তুমি কুঞ্চিত-নাসা, চাহ শুধু নিখুঁত শুভ্রতা,
বাঁচাইয়া মলিনতা সন্তর্পণে কর সঞ্চরণ,
নির্ম্মল থাকিতে চাহ ? একি স্পর্দ্ধা, একি এ মূর্খতা।
মৃত্তিকার ধরণীতে অমলিন রবে কতক্ষণ ?

এ যে বন্ধু মর্ত্ত্যলোক, তুমি বুঝি পাওনি সংবাদ
শিকারী শিকার করে, বান ছোঁড়ে, পাতে হেথা জাল
একই কবি একই মুখে করে গান করে আর্ত্তনাদ
জীবন্তের পদতলে লক্ষ কোটি মৃতের কঙ্কাল।

এ পারে উঠিলে রবি ও পারেতে নামে যে আঁধার
এক তীরে শ্যামা জাগে অন্য তীরে জাগে যে পেচক
যে বৃক্ষ আকাশমুখী অন্য প্রান্ত মৃত্তিকায় তার
একই সে লবণ হয় কভু খাদ্য কখন রেচক।

দানব-মানব-দেব মৃত্তিকারই নানা বিবর্ত্তন
মৃত্তিকারে বাঁচাইয়া কেমনে করিবে সঞ্চরণ ?

৬

মৃত্তিকায় স্থান জানি তবু আমি আকাশ-বিলাসী ;
শ্মশানে বসিয়া থাকি অমারাত্রে শবাসন ’পরে
অমৃত আকাঙ্ক্ষা করি’ ; ইন্দ্রত্বের আমি অভিলাষী
রিক্ত দীন দরিদ্র তাপস ; অবিচল নিষ্ঠা-ভরে
অসম্ভব স্বপ্ন দেখি। নহি আমি সামান্য শিকারী,
ভূমারে করেছে বন্দী জাল মোর, মোর তীক্ষ্ণ বাণে
পশু নয়—পশুপতি আহত যে ; কৃপার ভিখারী
দেবতা আপনি আসি তুষ্ট মোরে করে বর-দানে।

আমার আদর্শ-লোকে মুঞ্জরিত হয় কল্পতরু,
বশিষ্ঠ তপস্যা করে, বিশ্বামিত্র মানে পরাজয়,
জানি আমি যাব যেথা উল্লঙ্ঘিয়া সিন্ধু, গিরি, মরু ;
অনিবার্য্য গতি মোর মানিবে না কোন বিঘ্ন-ভয়।

জরায় জর্জ্জর দেহ যৌবনের টিকা ভালে শোভে,
পঙ্কস্নান করি আমি শতদল পঙ্কজের লোভে।

৭

আনন্দে বিশ্বাস করি ;—যে আনন্দ জীবন-স্পন্দন
যে জীবন ছিন্ন করে সমস্ত বন্ধন
চূর্ণ করে বাধা বিঘ্ন সব,
যে জীবন প্রদীপ্ত উৎসব
মৃত্যুর আঁধারে ঃ
শাশ্বত মানব আমি চলিয়াছি ঝঞ্ঝা-অন্ধকারে
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভেদি'
লক্ষ্য করি সেই তীর্থ-বেদী
যেই বেদী-পাদ-মূলে অকম্পিত শিখা জ্যোতির্ম্ময়
উদ্ভাসিত বাণী কহে—নাহি ভয়—নাহি কোন ভয়।

৮

যৌবনের জয়-গাথা চিত্ত মোর চাহে গাহিবারে।
অন্ধকার অমারাত্রে সূর্য্য-স্বপ্ন দেখিছে মানস,
কল্পনায় নভশ্চুম্বী অনির্ব্বাণ জ্বলদগ্নি-শিখা
উন্মাদ আনন্দভরে তমিস্রায় করিছে লেহন।

মহত্তর প্রেরণায় বৃহতের লাগি সে উন্মুখ,
নির্ভীক অকুতোভয়ে ঊর্দ্ধলোক করিছে সন্ধান,
দুর্দ্দম বিজয়ী দৃপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন প্রখর—
তারই স্বপ্নমূর্ত্তি আঁকি কল্পনার বিনিদ্র নয়ন।

দিগন্তপ্রসারী মরু উত্তরিছে সে যেন বিক্রমে,
ধাবমান অশ্বক্ষুরে তপ্ত-বালু উঠে আবর্ত্তিয়া,
বল্‌গার ঘর্ষণে রক্ত ফেনাইয়া উঠে অশ্বমুখে,
দীপ্ত-চক্ষু অশ্বারোহী কশাঘাত করে বারম্বার।

উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশিরে মৃত্যু-হিম উচ্চতা করাল,
শীত-তীক্ষ্ণ হিংস্র বায়ু তীব্রকণ্ঠে করে প্রতিবাদ,
বিগলিত শিলা-স্রোত সগর্জ্জনে পথরোধ করে,
দন্তে দন্ত চাপি তবু সে যেন করিছে অতিক্রম।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ-কৃষ্ণ ঘন-মেঘে আবৃত আকাশ,
গর্জ্জমান বজ্রাঘাতে শিহরিছে ভয়ার্ত্ত পৃথিবী,
ঝঞ্ঝার তাণ্ডব সাথে সমুদ্রের ফেনিল নর্ত্তন,
দুঃসাহসী সে নাবিক শান্তমুখে বাহিছে তরণী।

পাতালের অন্ধকার, অন্তহীন ব্যাপ্তি আকাশের,
সমুদ্রের অতলতা, অরণ্যের রহস্য জটিল,
প্রবুদ্ধ করিছে তার প্রাণবান মনীষা জিগীষা,
অসম্ভবে সম্ভবিয়া ফিরিছে সে অদম্য দুর্ব্বার।

বিজ্ঞানের তপস্যায় সত্যকাম মগ্ন সে সাগ্নিক—
অচঞ্চল, অবিক্ষুব্ধ, তন্দ্রাহীন একাগ্র সাধনা
মায়াবিনী অপ্সরীর রূপসজ্জা মরে ব্যর্থতায়,
অংশুবিদ্ধ অন্ধকার ধীরে ধীরে হয় জ্যোতিষ্মান।

মস্তকে মুকুট কভু, নির্যাতিত কভু কারাগৃহে,
রক্তাপ্লুত রণাঙ্গনে মৃত্যুশয্যা পাতে সে কখনও,
জ্বলন্ত খধূপ-সম মহাশূন্যে সে দীপ্ত যৌবন
নীহারিকা-স্বপ্নলোকে সৃষ্টি করে আকাশ-কুসুম।

অনাগত যৌবনের স্বপ্ন দেখি ভরিয়া নয়ন,
মনে হয় আসিবে সে, এ দুর্দ্দিন রহিবে না আর,
মেঘজাল-কুজ্ঝটিকা মন্ত্রবলে মিলাবে সহসা,
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদল আলোকিবে আঁধার গগন।

কোথায় যৌবন তুমি, ভারতের হে নব-যৌবন,
কোন ক্ষুদ্র তুচ্ছতায় আপনারে রয়েছ পাশরি' ?
পৌরুষের পরিচয়ে আপনারে করিবে প্রকাশ—
সত্যই কি স্বপ্ন তাহা ? একান্তই আকাশ-কুসুম ?

নপুংসক বিলাসের গ্লানিকর মিথ্যা মহোৎসবে
হে যৌবন, বল বল কত কাল মত্ত রবে আর
অগ্রণী-সমাজে আর কতকাল রহি অপাংক্তেয়
কর্দ্দমে চন্দন ভাবি ললাটেরে করিবে লাঞ্ছিত ?

কল্পনায় স্বপ্ন দেখি—স্বপ্নে করি সার্থক নয়ন
জেগেছ যৌবন তুমি শাশ্বত আপন মহিমায়
দ্যুতিমান প্রাণ-বহ্নি মূর্ত্তি তব করেছে ভাস্বর
আকাশে ফুটেছে ফুল থরে থরে স্তবকে স্তবকে।

৯

যৌবন কোথা, যৌবন কই, জীবন্ত যৌবন ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর
আদর্শবাদী, প্রবল, তীক্ষ্ণ, কই সে পূর্ণ মন ?
শিব সুন্দর সত্য শুভঙ্কর !
অপরের দ্বারে মর্য্যাদা-হীন ভিক্ষা যাহারা যাচে
ভিক্ষার লাগি' ভিখারীর ভীড়ে উদ্বাহু যারা নাচে
তুচ্ছ স্বার্থে মাতিয়া যাহারা চীৎকার তুলিয়াছে
উচ্চ কণ্ঠে কাঁপাইয়া অম্বর
মোদের দেশের যৌবন কি গো আজিকে তাদের কাছে ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

অগ্নি ঝঞ্ঝা বন্যার মতো দুর্দ্দম যৌবন
আছে কি মোদের যৌবন দুর্ব্বার ?
যদি থাকে তবে ঘরে ও বাহিরে কেন এত ক্রন্দন ?
সকলের মুখে হতাশার হাহাকার !
সারা দেশ জুড়ে শঙ্কার ছায়া ঘনাইছে দিবারাতি
ঝরিয়া পড়িছে আশার কুসুম, নিবিয়া যেতেছে বাতি
অথচ আমরা গৌরব করি—'আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি
ছোট নহি মোরা—নহি মোরা বর্ব্বর।"
যৌবন হায় সে কি করে শুধু রসনায় মাতামাতি ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

ভারতবর্ষে যৌবন আছে প্রমাণ কে দিবে তার ?
প্রাণ-প্রদীপ্ত কই সে যুবন্ বীর
সূর্য্যের মতো উদিত হইয়া নাশিবে অন্ধকার
বজ্রকণ্ঠে কহিবে সুগম্ভীর—
হও আগুয়ান জীবন-যুদ্ধে এস এস চল ত্বরা
বীর্য্যবন্ত যোগ্য বীরের ভোগ্য বসুন্ধরা
অপেক্ষা করে তাহারই লাগিয়া কমলা স্বয়ম্বরা
হস্তে বহিয়া বিজয়-মাল্য, বর।
মোদেব দেশের কোথা সেই বীর প্রদীপ্ত প্রাণ ভরা ?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

বাক্যেই নহে কার্য্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন ?
মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবন পণ,
বাধার পাহাড় যার পদতলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র-মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে রহিবে দায়িত্ব-ভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি—
কই সে যুবক—কই সে জাতিস্মর ?
তারই আশা-পথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

মোদের জননী যুগে যুগে নাকি যৌবন-প্রসবিনী
শুনিয়া এসেছি আকুল কর্ণ ভরি'
সারা জগতের সভ্যতা নাকি ভারতের কাছে ঋণী
ইতিহাসে লেখে, বিশ্বাসও তাহা করি।
সেই সভ্যতা কোথা আজ বল, —কোথা সেই যৌবন?
জাগো'যৌবন থাকো যদি তুমি খোল তিমিরাবরণ
মিথ্যা ভস্মে আবরি' রাখিবে বল আর কতখন
সত্য বহ্নি তব অবিনশ্বর!

তুচ্ছ করিয়া জীবন-মৃত্যু উচ্চে তুলিয়া শির
ঊর্দ্ধে রাখিয়া দেশের জাতির মান
ধন্য করিয়া ভারতবর্ষে জাগো আজি তুমি বীর
প্রণাম করিয়া গাহিব তোমারি গান।
স্বদেশের নামে স্বার্থের বোঝা করিয়া বেড়ায় ফেরি
প্রাণ চাহে না তো গান গাহিবারে সে ফেরিওলারে ঘেরি'
থামাইয়া দাও এ আড়ম্বর চীৎকার তুরী-ভেরী
ধ্বংস কর এ মিথ্যা ভয়ঙ্কর
ভারতবর্ষ, যৌবন তব জাগিবার কত দেরী?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে কাতর স্বর।

১০

ভারতের ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিয়াছে যে উদাত্ত স্থর
পুনরায় কর অবধান
ক্ষণ-স্থায়ী এই দেহ অতি তুচ্ছ—অতীব ভঙ্গুর
বেঁচে থাকে প্রাণ।
প্রাণবন্ত হে যুবক, নাহি ভয়—নাহি কোন ভয়
অমৃতের পুত্র তুমি জ্যোতিষ্মান তুমি মৃত্যুঞ্জয়
জীর্ণবাস সম দেহ ছিন্ন হোক—হোক লয় ক্ষয়
কোরো না আত্মার অপমান
সমিধ্ পুড়িয়া যায় অগ্নি রহে চির জ্যোতির্ম্ময়
অগ্নি অনির্ব্বাণ।

স্থর্য্যের সগোত্র তুমি, মনে রেখ তাহা চিরকাল
উদয়াচলের যাত্রী সমুন্নত শুভ্র তব ভাল
জীবনেতে জমে যদি আবর্জ্জনা মালিন্য জঞ্জাল
নির্ব্বিচারে কোরো অগ্নি-স্নান
অগ্নির পাবক শিখা দগ্ধ করে নশ্বর কঙ্কাল
বেঁচে থাকে প্রাণ।

মহাশূন্যে জ্বলে যাহা লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সুরে
মৃত্তিকার মর্ম্ম ভেদি' উন্মুখিয়া ওঠে তৃণাঙ্কুরে
অশান্ত দীপক রাগে ত্র্যম্বকের বিরাট তম্বুরে
যে অগ্নির ওঠে জয়-গান
সে অগ্নি তোমাবও আছে, হে যুবক, ভস্ম ফেল দূরে
করহ সন্ধান।

১১

আগুন জ্বলিছে, আগুন জ্বলিছে—আগুন চিযন্তন
জ্বলিছে বাহিবে জ্বলিছে মর্ম্মতলে—
জ্বলে তুষানল, জ্বলে দাবানল, জ্বলিছে বাডবানল,
চিতাব অনল হোমেব অনল জ্বলে।

অগ্নি-পরশে উপল উল্কা হয়,
অগ্নি-প্রপাতে শূন্য দীপ্তিময়,
অগ্নির ঝড়ে ধ্বংস অন্ধকার,
অগ্ন্যুদ্গার বজ্র-কণ্ঠে বাজে—
পিণাকের টঙ্কার।

সমরাঙ্গণে শোণিতে আগুন জ্বলে,
মহা-উৎসবে শবের মিছিল চলে,
ছিন্নমুণ্ড গাহে আগুনের গান,
প্রতি-কবন্ধে অগ্নি-মশাল জ্বলে—
অগ্নি অনির্ব্বাণ।

অগ্নি-খড়্গে ঠিকরে অগ্নি-কণা,
অগ্নি-সর্প তুলেছে অগ্নি-ফণা,
অগ্নি-বক্ষে কালী নাচে নির্ভীকা,
ভীষণ-রসনা রক্ত-দশনা দেবী—
ললাটে অগ্নি-টিকা।

মর্ম্মের বাণী জ্বলে বিদ্যুৎ-চিড়ে,
জ্বালামুখী জ্বলে পর্ব্বত শিরে শিরে
জিহ্বা-লেলিহ ক্ষুধিতা জ্বলন্তিকা,
রুদ্র-নয়নে শুদ্ধ নিরঞ্জন
জ্বলে ধক্‌ধক্‌ শিখা।
জ্বলে তুষানল, জ্বলে দাবানল, জ্বলিছে বাড়বানল,
জ্বলে চিরকাল বহ্নি অনন্তিকা।

১২

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দ্দিনে রবে নির্ব্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক!
শঙ্কাহীন বীর্য্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত
সমস্ত জীবন জ্বালি'পথ-ভ্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল ; কীর্ত্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতিপটে, আশার কল্পনা-নভে করে ঝলমল
লক্ষবর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আছ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট, ক্ষোভ, অসম্মান, সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয়-গ্লানি?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, স্বীয় মূর্ত্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞভূমে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

১৩

তোমারেই ডাকি শুধু, হে যৌবন, প্রাণ-বহ্নিময়
মূর্ত্ত কর কবি-কল্পনারে
হে অভীষ্টবর্ষী দেব, অন্ধকারে কর জ্যোতির্ম্ময়
কৃপা করি' স্পর্শ কব তারে।

সুবিশাল বনস্পতি আজ শুধু শুষ্ক কাষ্ঠ-ভাব
তীক্ষ্ণীকৃত পরশু-আঘাতে
হে উজ্জ্বল বৈশ্বানর, তুমি তার করহ সংকাব
প্রজ্বলিত শিখা-সন্নিপাতে।
দগ্ধ কর শব-স্তূপ, হে ধ্বান্তারি, হও দীপ্তিমান
হে সুকর্ম্মা, হও শুভতম,
ঘষিত অরণি-বক্ষে নব-জন্ম লভি' বলবান
হে নির্জ্জর, হও যুবতম,

প্রকৃষ্ট প্রসিদ্ধ হও—প্রজ্বলিত হও হুতবহ,
হে অগ্নি, হে চিরন্তন, হিরণ্যগর্ভের বার্ত্তা কহ।

১৪

পলে পলে দুঃখ সহি, পদে পদে সহি অত্যাচার,
অপমান-কশাঘাতে জর্জ্জরিত দেহ-প্রাণ-মন,
তবু বাঁচি আশায় আশ্বাসে ; অন্তরের হাহাকার
নিরুদ্ধ করিয়া রাখি, মনে মনে জপি সারাক্ষণ—
কোথা তুমি ভগবান, দৈত্য-দাপে কাঁপে বসুন্ধরা :
জানি তুমি আসিবে নিশ্চয়—কহ, কত দেরি আর ?
এখনও কি হয় নি সময় ? ভরে নি পাপের ভরা ?
বিশ্বাস করিয়া আছি—অবতীর্ণ হও অবতার।

বিশ্বাস করিয়া আছি রাম আসি হানিবে রাবণে,
দুঃশাসন-বক্ষোরক্ত পান করি ভীম-বৃকোদর
পাঞ্চালীর বেণীবন্ধ করিবে রচনা রণাঙ্গনে,
ছিন্নজটা ধূর্জ্জটির তীক্ষ্ণ রুদ্র রোষ ভয়ঙ্কর
মূর্ত্ত হবে বীরভদ্রে,—দক্ষযজ্ঞ হবে ধ্বংস-স্তূপ,
বিদীর্ণ করিয়া স্তম্ভ দেখা দিবে নরসিংহ-রূপ।

১৫

বিশ্বাস করিয়া আছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণ স্বীয় ভুজবলে
গর্ব্বোদ্ধত দ্রুপদের উচ্চ-শির টানিয়া নামাবে ধূলি-তলে
বিশ্বাস করিয়া আছি একদিন বীর্য্যবলে বিনতা-নন্দন
স্বর্গ হ'তে সুধা আনি' উন্মোচিবে জননীর দাসত্ব-বন্ধন।
ভগ্ন-উরু দুর্য্যোধন প্রায়শ্চিত্ত করিবে আবার ঃ জয়দ্রথ
মিথ্যা সূর্য্য-অস্ত হেরি' হর্ষে বাহিরিয়া জানি হবে পুন হত।
বিশ্বাস করিয়া আছি লবে প্রতিশোধ ভার্গব কুঠার-পাণি
জননীর অপমানে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ধরণী ঃ জানি জানি
ক্ষত্রিয়-শোণিত-পূর্ণ সমন্ত-পঞ্চকে তর্পণ করিয়া তবে
আত্মা তৃপ্ত হবে তার। বিশ্বাস করিয়া আছি—হবে সব হবে।
জ্বলন্ত বিশ্বাস মোর, অচঞ্চল অসন্দিগ্ধ নিগূঢ় বিশ্বাস
নিপীড়িত-বিদলিত-লক্ষ-বক্ষ-বিনির্গত উত্তপ্ত নিশ্বাস
যে অগ্নি জ্বালায়ে তোলে—সে অগ্নি আহবনীয় ; প্রদীপ্ত প্রকাশে
দেবতা আসেন সেথা,—অসম্ভবে সম্ভবিয়া দেন অনায়াসে।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী

জঙ্গম (প্রথম অধ্যায়)		৩
সে ও আমি	...	২।০
রাত্রি	...	২
ভূয়োদর্শন	...	২।০
কিছুক্ষণ	...	১॥০
বনফুলের গল্প	...	১॥০
বনফুলের আরও গল্প	...	২
অঙ্গারপর্ণী	...	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা